

Vol. 22 | No. 1 | 1978

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মধুসূদনের কবিতার ছন্দ

Volume	22
Issue	1
Year	1978
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	December 1, 1978
DOI	10.62328/sp.v22i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v22i1.2
Pages	19-53
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মধুসূদনের কবিতার ছন্দ

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদগাতা। এই আধুনিকতা কাব্যাঙ্গিকে ও কাব্যানুভবে সমভাবে কবি সঞ্চার করেন। আঙ্গিকের দিক দিয়ে তাঁর বহুবিধ নতুন নিরীক্ষার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। কবিতায় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রবর্তনের ফলে বাংলা কবিতার শরীরে গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়েছে; কবিতায় পঠনরীতিরও পরিবর্তন হয়েছে—আগে কবিতা পড়া হত সুর করে, মধুসূদনের পর উদাত্ত আবৃত্তিযোগ্য হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতা। অমিত্রাক্ষর বা অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত প্রয়োগের এক উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় নাট্যগতি সঞ্চার, নাটকে ব্যবহারযোগ্য ভাষা রচনা। তারই পরীক্ষা কবি করেছেন 'পদ্মাবতী নাটকে', 'তিলোত্তমাসম্ভবে', 'মেঘনাদবধে' ও 'বীরাঙ্গনা'য়। কিন্তু ঐ ছন্দে কোনো পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তাঁর ছন্দ-নিরীক্ষার সাফল্যের পথ ধরেই সে নাটক রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'বিসর্জনে'র অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত মধুসূদনেরই ছন্দ-নিরীক্ষার অভিলষিত পরিণতি।

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে মিল-অমিলের সংস্কার মোচনের কৃতিত্বও মধুসূদনের। অমিত্রাক্ষরের আগে সংস্কার ছিল: মিলহীন কবিতা হয় না। অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তনে সে সংস্কার ঘুচল। কিন্তু পরবর্তীকালে অমিত্রাক্ষরের মূলশক্তি—যতিস্বাধীনতা ও প্রবহমানতা—উপলব্ধি করতে না পেরে অনেকে অক্ষমভাবে অমিত্রাক্ষর লিখতে থাকলেন। এটাও একটা সংস্কারে পরিণত হল। মধুসূদন যেন এই সম্ভাবনা বুঝেই দুটি কাব্যে সমিল পংক্তি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু সেখানেও মিলবিন্যাস প্রাচীন রীতির নয়। 'ব্রজাঙ্গনা'য় স্তবক-বিন্যাস-রীতি-বৈচিত্র্য এনে এবং 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে বাংলা সনেট প্রবর্তন করে মিল-বিন্যাসেও কবি নতুন নিরীক্ষার সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। বস্তুতঃ মধুসূদন-উত্তর আধুনিক কবিতায় তাই মিল-অমিলের সংস্কার বড় নয়, বরং কবিতা মিল-অমিল নিরপেক্ষ রূপে বেড়ে উঠেছে। 'ব্রজাঙ্গনা'র স্তবক-বিন্যাস-রীতি-বৈচিত্র্য বাংলা কাব্যচিত্রের সমতল ক্ষেত্রে দৃশ্য-বৈচিত্র্যের নিরীক্ষারও দ্যোতক। আর মধুসূদনের সনেটে বাংলায় ঐ কলারীতির বিপুল সম্ভাবনার সফল সূচনা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

বাংলা কবিতার ছন্দে অমিত্রাক্ষর প্রবর্তন মধুসূদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই ছন্দের আদর্শ ইংরেজী 'ব্ল্যাঙ্ক-ভার্স' কিন্তু এর ভিত্তি বাংলা 'পয়ার'। ইংরেজী 'ব্ল্যাঙ্ক-ভার্স' মূলতঃ অমিল আয়াম্বিক পেন্টামিটারে রচিত হয়। যেমন, মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যের নবম সর্গের নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি চরণ:

Such pléas/ùre tóok/thé Sérp/ent tó/behóld
This flow/éry plát,/thé swéet/récéss/of Éve

Thus eár/ly thús/ álóne;/her héaven/ly fórm
Aṅgél/ic, bút/móre sóft/and fém/iníne.
Her grác/ious inn/océncé,/her év/ery aír
Of gést/ure ór/léast áct/iön óv/érawed
His mál/ice ánd/with ráp/iṅe swéet/bereáved
His fiérce/néss óf/thë fiérce/intént/it bróught.

এখানে প্রতি চরণে পাঁচটি পর্ব এবং প্রতি পর্ব একটি অপ্রস্বরিত ও একটি প্রস্বরিত অক্ষর নিয়ে গঠিত ; এই ছন্দের অন্তর্গুণ অমিল প্রবহমানতা। মহাকাব্যে মিল্টন এবং নাটকে শেক্সপীয়র অমিল পংক্তি প্রয়োগ করেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থও অমিল পংক্তি প্রয়োগ করেন জটিল চিন্তা প্রকাশক কবিতায় : যেমন, 'দি প্রেলিউড' স্মরণযোগ্য। পঞ্চপার্বিক এই ছন্দ-রীতির বাহ্যরূপকে মধুসূদন গ্রহণ করেননি। গ্রহণ করেছেন ঐ ছন্দের অন্তর্গুণ ; অমিল প্রবহমানতা এবং তা প্রয়োগ করেছেন বাংলা অক্ষরবৃত্তের ৮।৬ পর্বদ্বয়ে বিভক্ত চরণ সজ্জায়। এই চরণ সজ্জার পূর্ব-নাম 'পয়ার'। মধুসূদনের আগে 'পয়ারের' আকৃতি ও ধ্বনিদ্যোতনা ছিল নিম্নরূপ :

১. ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ | হাঁটিয়া চলিল।
কিছুদূর গিয়া পুনঃ | রওয়ানা হইল ॥

২. মহাভারতের কথা | অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে | শুনে পুণ্যবান ॥

৮।৬ পর্বদ্বয়ে বিভক্ত চরণান্তিক স্থবির মিল বিশিষ্ট এই 'পয়ারের' গতি ছিল ঘোড়ায় চড়ে হেঁটে চলার মতই ক্লান্তিকর, বিষণ্ন। এই বিষণ্নতার অবসাদ মোচন করে মধুসূদন লেখেন :

সম্মুখ সমরে পড়ি, | বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে | গেলা যমপুরে
অকালে ,কহ, হে দেবি | অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি | সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ | রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?[১]

১ মেঘনাদবধ কাব্য : প্রথম সর্গ, 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ ১১৭

লক্ষণীয় যে, এই কবিতা হুবহু ব্ল্যাঙ্ক-ভার্স নয়, হুবহু পয়ারও নয়। উভয়ের শক্তি এখানে মিলেছে। ব্ল্যাঙ্ক-ভার্সের অন্তর্গুণ গৃহীত হয়েছে, তাই এর বৈশিষ্ট্য :

১. প্রবহমানতা
২. মিলহীনতা
৩. যতিপাতের স্বাধীনতা

এবং এই বৈশিষ্ট্যসমূহ কবি লিখেছেন বাংলা অক্ষরবৃত্তের চরণ সজ্জায়। এই কারণে এই ছন্দকে অমিল প্রবহমান স্বাধীনযতি অক্ষরবৃত্ত—এই নামে অভিহিত করা চলে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ রূপেই বর্তমানে 'অমিত্রাক্ষর' সুপরিচিত হলেও এই ছন্দে তিনি প্রথম রচনা করেন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। এই কাব্যের প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ১৭৮১ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে (জুলাই-আগস্ট ১৮৫৯, ৬ষ্ঠ পর্ব ৬৪ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৮)। পরের সংখ্যায় (ভাদ্র ১৭৮১ শকাব্দ, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৫৯, ৬ষ্ঠ পর্ব ৬৫ খণ্ড, পৃ. ১০৪-১১১) প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় সর্গ। এর অল্পকাল আগে, অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের 'মাঝামাঝি সময়ে' মধুসূদন বাজী রেখে এই কাব্য রচনা শুরু করেন। কবির ভাষায়, I began the poem in joke।[২] যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বর্ণনানুসারে[৩] বাংলায় Blank Verse রচনার সম্ভাব্যতা প্রমাণ করতেই মধুসূদন এই কাব্য রচনা করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশকালে কবির নাম উহ্য থাকে। প্রথম সর্গ মুদ্রণকালে ভূমিকাস্বরূপ রাজেন্দ্রলাল লেখেন :

> 'কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অন্ত্য যমকের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা অবগত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।'

'তিলোত্তমাসম্ভব' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে।[৪] প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন। গ্রন্থটি কবি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে নতুন ছন্দ-নিরীক্ষার কথাই কবি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন।[৫] কবি লেখেন :

> 'যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোনো কথাই বলা বাহুল্য; কেননা এরূপ পরীক্ষাবৃক্ষের ফল সদ্য পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতী হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব-সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া

---

২ পত্র ৩৯, 'মধুসূদন-নাট্য-গ্রন্থাবলী', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ ৭৮৯

৩ গৌরদাস বসাককে লেখা (১লা ডিসেম্বর ১৮৯২) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্র; যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত', চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৭, পৃ ৬৬৩-৬৫

৪ নগেন্দ্রনাথ সোম, 'মধুস্মৃতি', কলিকাতা, দ্বি-স ১৩৬১, পৃ ১০৭

৫ 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৩ দ্রষ্টব্য।

চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক যে, কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিবেক না।'

অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনে মধুসূদনের সাফল্য উল্লেখ করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন :

> Your opinion of Madhu's poem is entirely my own, and Jatindra Mohan Tagore, a man of well cultivated taste, and an excellent judge of poetry, whom perhaps you know, concurs with me. It is the first and a most successful attempt to break through the jingling monotony of the পয়ার, and as a poem the best we have in the language.

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের চরণ সংখ্যা ২৫২০; প্রথম সর্গে ৬৬৬, দ্বিতীয় সর্গে ৫৮৫, তৃতীয় সর্গে ৬৪৪ ও চতুর্থ সর্গে ৬২৫ চরণ আছে। নিম্নে প্রথম সর্গের প্রথম ২৫ চরণ উদ্ধৃত হল :

ধবল নামেতে গিরি | হিমাদ্রির শিরে— ১
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা | ভীষণদর্শন ; ২
সতত ধবলাকৃতি, | অচল, অটল ; ৩
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, | শুভ্রবেশধারী, ৪
নিমগ্ন তপঃসাগরে | ব্যোমকেশ শূলী— ৫
যোগীকুলধ্যেয় যোগী ! | নিকুঞ্জ, কানন, ৬
তরুরাজি, লতাবলী, | মুকুল, কুসুম— ৭
অন্যান্য অচলভাবে | শোভে যে সকল, ৮
(যেন মরকতময় | কনককিরীট) ৯
না পারে এ গিরি, সবে | করি অবহেলা ১০
বিমুখ পৃথিবীপতি | পৃথ্বীসুখে যেন ১১
জিতেন্দ্রিয় ! সুনাদিনী | বিহঙ্গিনীদল, ১২
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি | মত্ত মধুলোভে, ১৩
কভু নাহি ভ্রমে তথা ! | মৃগেন্দ্র কেশরী,— ১৪
করীশ্বর,—গিরীশ্বর | শরীর যাহার,— ১৫
শার্দ্দূল, ভল্লুক, বন | চর জীব যত— ১৬
বনকমলিনী কুর | ঙ্গিণী সুলোচনা,— ১৭
ফণিনী মণিকুন্তলা, | বিষাকর ফণী,— ১৮
না যায় নিকট তার | —বিকট শেখর ! ১৯
অদূরে ঘোর তিমির | গভীর গহ্বরে, ২০
কলকল করে জল | মহাকোলাহলে, ২১
ভোগবতী স্রোতস্বতী | পাতালে যেমতি ২২
কল্লোলিনী ; ঘন স্বনে | বহেন পবন, ২৩
মহাকোপে লয়রূপে | তমোগুণান্বিত, ২৪
নিশ্বাস ছাড়েন যেন | সর্ব্বনাশকারী ![৬] ২৫

৬ তিলোৎমাসম্ভব কাব্য, 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৫-৬

কাব্যোপযোগিতার পাশাপাশি এই ছন্দের নাট্যোপযোগিতা কবি পরীক্ষা করেন 'পদ্মাবতী' নাটকে (এপ্রিল, ১৮৬০) এবং এই নাটক 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের (মে, ১৮৬০) একমাস আগে প্রকাশিত হয়। 'পদ্মাবতী' নাটকের চতুর্থাঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে আছে :

(সারথিবেশে কলির প্রবেশ।)

কলি। (স্বাগত) আমি কলি ; এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে ১
শুনিয়া আমার নাম ? সতত কুপথে ২
গতি মোর। নলিনীরে সৃজেন বিধাতা— ৩
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার ৪
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে। ৫
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায়! ৬
ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে ৭
কদাকারে পা-দুখানি গড়ি তার আমি! (পরিক্রমণ) ৮
জন্ম মম দেবকুলে ; অমৃতের সহ ৯
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে। ১০
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে। ১১
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে ১২
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সুখী। ১৩
(চিন্তা করিয়া) এ বিদর্ভপুরে,— ১৪
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল ; তার প্রতি ১৫
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী, ১৬
আর মুরজা রূপসী, কুবের-রমণী ;— ১৭
এ দোঁহার অনুরোধে, মায়া-জালে আমি ১৮
বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি ১৯
ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে। ২০
মাহেশ্বরীপুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন— ২১
পদ্মাবতী নামে তার সুন্দরী নন্দিনী ; ২২
ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল ২৩
আনিয়াছে নিজালয়ে ; এ সংবাদ আমি ২৪
ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে। ২৫
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি ২৬
থাবা দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে— ২৭

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খনাদ)

কলি। (স্বগত) ঐ শুন— ২৮
বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে ২৯
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া) এই অবসরে যদি আমি ৩০
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি— ৩১
তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী। ৩২
প্রেয়সী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায় ৩৩
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে ৩৪
মরে বিষাদে। এ হেতু সারথির বেশে ৩৫

আসিয়াছি হেথা আমি। (পরিক্রমণ)। কি আশ্চর্য্য! ৩৬
অহো— ৩৭
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী! ৩৮
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে ৩৯
অক্ষম কি হইনু হে? (সহাস্য বদনে) কেনই বা হব? ৪০
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু ৪১
পারে তারে পরশিতে? দেখি, ভাগ্যক্রমে ৪২
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ সমীপে। ৪৩
(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া সপুলকে) এ কি? ৪৪
ওই না সে পদ্মাবতী? আয় লো কামিনি— ৪৫
এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশঙ্কে অভাগা ৪৬
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে সদা ৪৭
বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ফাঁদে! (চিন্তা করিয়া) ৪৮
কিঞ্চিৎ কালের জন্যে অদৃশ্য হইয়া ৪৯
দেখি কি করা উচিত। (অন্তর্ধান।)[৭] ৫০

লক্ষণীয় যে, এখানে সংলাপের ব্যবহার নেই বরং এখানে সমগ্র অংশই কলির স্বগতোক্তি। এই অমিল কাব্যাংশে কমা-সেমিকোলন-দাড়ির ব্যবহার বাক্যের প্রয়োজনানুসারী।

১৪ চরণে 'এ বিদর্ভপুরে' = ৬ মাত্রা
২৮ চরণে 'ঐ শুন' = ৩ মাত্রা
৪৪ চরণে 'এ কি?' = ২ মাত্রা
৫০ চরণে 'দেখি কি করা উচিত' = ৮ মাত্রা

—অপূর্ণ বা খণ্ড চরণ ব্যবহৃত হয়েছে।

যতিচিহ্ন ব্যবহার বাক্যের প্রয়োজনানুসারী। কাব্যাংশের ৫০টি চরণের মধ্যে ১, ৩, ১৩ ও ৩০ চরণে ৪ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে—

১ চরণে—আমি কলি; এ বিপুল | বিশ্বে কে না কাঁপে
৩ চরণে—গতি মোর। নলিনীরে | সৃজেন বিধাতা—
১৩ চরণে—হিত মোর; পরদুঃখে | সদা আমি সুখী।
৩০ চরণে—ইন্দ্রনীল। এই অব | সরে যদি আমি

৩৫ চরণে ৫ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে—

মরে বিষাদে। এহেতু | সারথির বেশে

৩৪ চরণে ৬ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে—

হারাইবে প্রাণ, ফণী | মণি হারাইলে

৭ পদ্মাবতী নাটক, চতুর্থাঙ্ক, 'মধুসূদন-নাট্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ১৮১-৮২

৮ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন আছে ২, ৬, ৯, ১৭, ১৮, ১৯, ২৪, ৪০, ৪২, ৪৫ ও ৪৭ চরণে। ১০ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন আছে ১৫ ও ৪২ চরণে—

১৫ চরণে—নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্র | নীল ; তাঁর প্রতি
৪২ চরণে—পারে তারে পরশিতে ? | দেখি, ভাগ্যক্রমে

১২ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন আছে ৭ ও ১২ চরণে—

৭ চরণে—ময়ূরের চন্দ্রক-ক | লাপ দেখি, রাগে
১২ চরণে—পরের যাহাতে ঘটে | বিপরীত, তাতে

এর মধ্যে ৭ম চরণে পর্ববিন্যাস অস্বচ্ছন্দ।

১৪ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন আছে, ৩, ৫, ৬, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও ৪৮ চরণে। এই ২৪টি চরণে সুস্পষ্ট যতিপাত ছাড়াও অধিকাংশ চরণে অন্ত্যবিরতি দুর্লক্ষ্য নয়।

এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মধুসূদন এই ছন্দে সংলাপ রচনা করেছেন। সেই অংশ নিম্নরূপ :

(কলির প্রবেশ)

কলি। (স্বগত) এই ত হরণ করি | আনিনু রাণীরে ১
এ ঘোর কাননে। এবে | কোথায় ইন্দ্রাণী ? ২
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে | করেছিনু আমি, ৩
রক্ষা করিয়াছি তাহা | পরম কৌশলে,— ৪
(কলির কৌশল কভু | হয় কি বিফল ?) ৫
যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া) ৬ক
অহো ! | এই যে পৌলোমী ৬খ
মুরজার সঙ্গে— ৭ক

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ।)

(প্রকাশে) দেবী, | আশীর্ব্বাদ করি। ৭খ
শচী। প্রণাম। হে দেববর, | কি করেছ বল ? ৮
কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা | যতনে, ইন্দ্রাণী, ৯
বিদায় করহ এবে | যাই স্বর্গপুরে। ১০
শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে ? | ১১ক
কলি। এই ঘোর বনে ১১খ
সখী সহ আনি তারে | রেখেছি, মহিষি। (সহাস্য বদনে) ১২
রথে যবে তুলি দোঁহে | উঠিনু আকাশে, ১৩
কত যে কাঁদিল ধনী, | করিল মিনতি, ১৪
সে সকল মনে হলে— | হাসি আসে মুখে ! ১৫
মুর। (স্বগত) হেন দুরাচার আর | আছে কি জগতে ? ১৬

(প্রকাশে) ভাল কলিদেব,— ১৭
কিছু কি হলো না দয়া, | তোমার হৃদয়ে ? ১৮
কলি। সে কি, দেবি ? হরিণীরে | মৃগেন্দ্র কেশরী ১৯
ধরে যবে, শুনি তার | ক্রন্দনের ধ্বনি, ২০
সদয় হইয়া সে কি | ছাড়ি দেয় তারে ? ২১
শচী। কলিদেব,— ২২
শত ধন্যবাদ আমি | করি গো তোমারে ! ২৩
শত কোটি প্রণাম তো | মার ও চরণে ! ২৪
বাঁচালে আমারে তুমি | তোমার প্রসাদে ২৫
রহিল আমার মান | অপ্সরীর দলে ২৬
যাহে প্রাণ চাহে তব, | পাইবে তাহারে— ২৭
পাঠাইব তারে আমি | তোমার আলয়ে, ২৮
রবিরে প্রদান যথা | করয়ে সরসী ২৯
নব কমলিনী হাসি— | নিশি অবসানে। ৩০
যত রত্নরাজী আছে | বৈজয়ন্ত-ধামে ৩১
তোমার সে সব। দেখ, | আজি হতে শচী— ৩২
ত্রিদিবের দেবী—দেব, | হলো তব দাসী। ৩৩
যাও চলি স্বর্গে এবে। | শীঘ্র আসি আমি ৩৪
যথোচিত পুরস্কারে | তুষিব তোমারে। ৩৫
কলি। যে আজ্ঞা ! বিদায় তবে | হই আমি, সতি। ৩৬
(প্রস্থান) [৮]

এখানে, সংলাপের প্রয়োজন, ৬ক ও ৬খ, ৭ক ও ৭খ এবং ১১ক ও ১১খ চরণ সমূহের সজ্জায় দৃশ্যমান বৈচিত্র্য আছে। তিনটি ক্ষেত্রেই ক + খ = ১৪ মাত্রা—

৬ক—যাই এবে স্বর্গে	= ৬ মাত্রা	১৪ মাত্রা
৬খ— অহো ! এই যে পৌলোমী	= ৮ মাত্রা	
৭ক—মুরজার সঙ্গে	= ৬ মাত্রা	১৪ মাত্রা
৭খ— দেবী, আশীর্ব্বাদ করি।	= ৮ মাত্রা	
১১ক—কোথায় রেখেছ তারে ?	= ৮ মাত্রা	১৪ মাত্রা
১১খ— এই ঘোর বনে	= ৬ মাত্রা	

১১ক ও ১১খ-তে ৮।৬ পর্বক্রম রক্ষিত। কিন্তু ৬ক ও ৬খ এবং ৭ক ও ৭খ-তে ব্যবহৃত হয়েছে ৬।৮—এই বিপরীত পর্বক্রম। অবশ্য, উভয় ক্ষেত্রে, এক চরণে লিখলে ৮।৬ পর্বক্রম ফিরে আসে :

৬ যাই এবে স্বর্গে অহো ! | এই যে পৌলোমী
৭ মুরজার সঙ্গে দেবী | আশীর্বাদ করি।

এই নাট্যাংশে ১৯ চরণে যতি পড়েছে ২ মাত্রার পর ; ৮ ও ৩৬ চরণে যতি পড়েছে ৩ মাত্রার পর ; ১৯ ও ২০ চরণে যতি পড়েছে ৪ মাত্রার পর ; ২, ৩২ ও ৩৩ চরণে যতি পড়েছে ৬ মাত্রার পর ; ৮,১৪,১৫,২৫ ২৬,২৭,৩০,৩২,৩৩ ও ৩৪ চরণে যতি পড়েছে

৮ ঐ, পৃ ১৮৭-৮৮

৮ মাত্রার পর ; ৯ ও ১২ চরণে যতি পড়েছে ১১ মাত্রার পর ; এবং ৮ ও ৩৬ চরণে যতি পড়েছে ১২ মাত্রার পর। ২৪ চরণে পর্ববিভাগে অস্বাচ্ছন্দ্য আছে। এই অংশে ১৪ মাত্রার পরে যতিচিহ্ন আছে—২,৩,৪,৫,৮,৯,১০,১৩,১৪,১৫,১৬,১৮,২০,২১,২৩,২৪, ২৭,২৮,৩০,৩২,৩৩,৩৫, ও ৩৬ চরণে। এই ২৩টি চরণে সুস্পষ্ট যতিপাত ছাড়াও অধিকাংশ চরণান্তেই বিরতি প্রত্যক্ষ।

পদ্মাবতী নাটকের সমাপ্তিতে নারদের শেষ সংলাপে পুনরায় এই ছন্দের প্রয়োগ আছে। ঐ অংশ নিম্নরূপ :

নারদ।	(রাজার প্রতি) আমিও আশীষ করি, | শুন নরপতি।	১
	সুখে সদা কর বাস | অবনী-মণ্ডলে,	২
	পরাভবি শত্রুদলে, | মিত্রকুল পালি,	৩
	ধর্ম্মপথগামী যথা | ধর্ম্মের নন্দন	৪
	গৌরব। চরমে লভ | স্বর্গ ধর্ম্মবলে।	৫
	(পদ্মাবতীর প্রতি) যশঃসরে চিররুচি | কমলিনীরূপে	৬
	শোভ তুমি পদ্মাবতী— | রাজেন্দ্রনন্দিনী,	৭
	যযাতির প্রণয়িনী | দৈত্যরাজবালা	৮
	শর্মিষ্ঠা যেমতি। তার | সহ নাম তব	৯
	গাঁথুক গৌড়ীয় জন | কাব্যরত্নহারে,	১০
	মুকুতা সহ মুকতা | গাঁথে লোক যথা।[৯]	১১

এখানে ৫ চরণে ৩ মাত্রার পরে যতি আছে। এবং ১, ৩, ৭ ও ৯ চরণে ৮ মাত্রার পরে যতি পড়েছে। ১৪ মাত্রার পরে যতি পড়েছে ১, ২, ৩, ৫, ৭, ১০ ও ১১ চরণে। অন্যান্য চরণেও অন্ত্যবিরতি সুস্পষ্ট।

'পদ্মাবতী' নাটকে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর তাই নিরাকার স্বাক্ষরবহ। নাটকে এই ছন্দের উপযোগিতা সম্বন্ধে, রাজনারায়ণ বসুকে ১৫ই মে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে লেখা এক পত্রে মধুসূদন বলেন :

> I am of opinion that our dramas should be in Blank-Verse and not in Prose, but the innovation must be brought about by degrees.[১০]

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও ঐ সময় মধুসূদনকে লেখা এক পত্রে অনুরূপ[১১] মনোভাব প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ মধুসূদন বাংলা নাটকে আর অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন নি। কবিতায় অমিত্রাক্ষর প্রয়োগ প্রার্থিত পরিণতি লাভ করে মেঘনাদবধ কাব্যে। যেমন :

> কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
> বিরাজে বীরেন্দ্রবলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
> পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
> জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।

---

৯ ঐ, পঞ্চমাঙ্ক, পৃ ২০৭-৮

১০ পত্র ৪০, 'মধুসূদন-নাট্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৭৯২

১১ যোগীন্দ্রনাথ, পৃ ২৬৫-৬৬

প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বী নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখি-কুল! মিল, প্রিয়ে কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি—
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে! ১২

অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'। এই কাব্যের এগারোটি ভিন্নধর্মী চরিত্রের পরিস্ফুটনে কবি এ ছন্দ সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন। এ ছন্দের নাট্যোপযোগিতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। একটি দৃষ্টান্ত :

কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী--বেশে দাসী! দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা কব সর্ব্বজনে!
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!' ১৩

অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে মধুসূদন কয়েকটি পত্রে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এর মধ্যে নিম্নলিখিত পত্র কয়টির নির্বাচিত অংশসমূহ উল্লেখযোগ্য :

১. Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English in the *toughest* of poets—I mean old John Milton ! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke,

১২ মেঘনাদবধ কাব্য : পঞ্চম সর্গ, 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ২৪২-৪৩
১৩ বীরাঙ্গনা কাব্য : চতুর্থ সর্গ, ঐ, পৃ ৪৩৫-৩৬

and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genious.

...I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now--I even go the length of believing that our Blank Verse "thrashes the Englishers" as an American would say! But joking apart, is not Blank Verse in our language quite as grand as in any other ?১৪

২. I need scarcely tell *you* that the Blank form of verse is the *best* suited for poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank Verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron shoes. What is the result ? Lameness !

Our 7 footed verse is *our* 'heroic' measure. I hope, one of these days to send you specimens of it. When I first began to write my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali Blank verse, and its melody and power *astonish* me. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English prose—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অনুপ্রাস" and "যমক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with blank verse. Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, *our* classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no 'genious' among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527 ? This nobleman's play, called "Gordobuc" first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare wrote. My motto is, "Fire away, my boys !" The Namby-Pamby-wallahs—the imitators of Bharat Chunder—*our* Pope, who has—

"Made poetry a mere mechanical art,
And every warbler has his tune by heart !"

may frown or laugh at us, but I say—"Be hanged" to them !১৫

৩. You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain ; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate," that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest ! If your friends know English, let them read

---

১৪ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের পত্র, ২৪শে এপ্রিল ১৮৬০, পত্র সংখ্যা ৩৯, 'মধুসূদন নাট্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৭৯০-৯১

১৫ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে মধুসূদন, পত্র সংখ্যা ৫৯, ঐ, পৃ ৮২৪-২৫

the Paradise Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.১৬

৪. Blank verse is the 'go' now. As old Runjit Sing used to say, when looking at the map of India,—"*Sub lal ho jaga*" I say "Sub Blank verse ho jaga". I had a long talk with Rungo Lal, last evening, on the subject of versification in general and Blank verse in particular : he said—"I acknowledge Blank verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but man accustomed to read the Poetry of England would appreciate it for years to come. I grinned and said "N'importe". I did not care a cowry when it became popular, provided I knew that some day or other, it would become popular.

So many fellows have, of late, been at me to explain the structure of the new verse that I have been obliged to think of the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 11th and 12th. Examples :—

"জয় জয় অমরারি যার ভুজবলে,
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুতরিপু,
বজ্রী।" তিলো—৪।
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয়-হৃদয়ে
অনঙ্গ।" মেঘ—২।
"কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু।" তিলো—৪।
"আইলেন যক্ষেশ্বরী, মুরজা সুন্দরী
কুঞ্জরগামিনী।"—তিলো—২।

And so on. If this would satisfy the friends about whom you wrote to me sometime ago, they are welcome to this explanation.১৭

৫. Talking about Blank Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote. Some days ago I had occasion to go to the chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English :—

"I am reading a new poem, Sir !" "A poem !" I said "It thought there was no poetry in your language." He replied—"Why,, sir, here is poetry that would make any nation proud."

I said "well, read and let me know." My literary shopkeeper looked hard at me and said "Sir, I am afraid you wouldn't understand this author."

১৬ রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন, পত্র সংখ্যা ৪১, ঐ, পৃ ৭৯৫
১৭ ঐ, পত্র সংখ্যা ৪৬, ঐ, পৃ ৮০৫-৬

I replied, "Let me try my chance. "He read out of Book II. that part wherein Kam returns to Rati, standing at the ivory gate of the palace of Shiva, and Rati says to him.

"　　বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন।"

How beautifully the young fellow read. I thought of the men who pretent to be scholars and pandits. I took the poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked me where I lived? I gave him an evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. I shook hands with him, and on parting asked him if he thought Blank verse would do in Bengali. His reply was, "Certainly, Sir. It is the noblest measure in the language.১৮

স্তবক বিন্যাসরীতির বৈচিত্র্য

অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণে যেমনি তেমনি স্তবক-বিন্যাসরীতি-বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও শক্তির ও সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন মধুসূদন। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বিভিন্ন স্তবক-গুচ্ছ রচনা করে বাংলা ছন্দে অভিনব স্পন্দন সৃষ্টি করেন কবি। এই বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত :

১.　নাচিছে　কদম্বমূলে,　　বাজায়ে মুরলী, রে,
　　রাধিকারমণ!
　　চল, সখি, ত্বরা করি,　　দেখিগে প্রাণের হরি,
　　ব্রজের রতন!
　　চাতকী আমি স্বজনি,　　শুনি জলধর-ধ্বনি
　　কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন?
　　যাক্ মান, যাক্ কুল,　　মন-তরী পাবে কূল;
　　চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ!১৯

২.　তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
　　অভিমানে ঘনেশ্বর　　যাবে কাঁদি দেশান্তর,

১৮ ঐ, পত্র সংখ্যা ৫২, ঐ, পৃ ৮১৪-১৫
১৯ ব্রজাঙ্গনা : প্রথম সর্গ, ১ বংশীধ্বনি : ১, 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৩৬৭

। । ॥ ।। ।। ।।। ।।।
আখণ্ডল-ধনু লাজে পালাবে অমনি ;
।।।। ।। ।। ।।। ।।। ।।
দিনমণি পুনঃ আসি উদিবে আকাশে হাসি ;
।। ॥ ।। ।। ।।। ।।।
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী ;২০

৩. ।। ।।।। ।। ।। ।।।।
মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
। ।।। ।। ।। ।। । । ।।
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে।
। ॥ ।।। ।। ॥ ।। । । ।।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
। ॥ । ॥ ।। ।। ।।।।
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
।। । ।। । ।। ।। ।।।।
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ?২১

৪. ॥ ।। ।।। ।।।
আয়, পাখি, আমরা দুজনে
।। ।। ।। ।। ।। । ।।।
গলা ধরা ধরি করি ভাবি লো নীরবে ;
। ॥ ।।। ॥ ॥ ।। ॥ ॥
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্ দান—
। । ॥ ।।
সে কি তোর হবে ?
॥ । ।।। ।। ।।।। ।।
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ?
॥ ॥ ।। ।। ।। ।।।।
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে।২২

৫. । । ।। ।। । ।।
লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী !
।। ।। ।। ।। ।। । ।।
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি ?
।।। ।।। ।।
অনন্ত, জলধি নিধি—

---

২০ ঐ, ২ জলধর : ৫, ঐ, পৃ ৩৭০
২১ ঐ, ৩ যমুনাতটে : ১, ঐ, পৃ ৩৭১
২২ ঐ, ৪ ময়ূরী : ২, প ৩৭৪ ৭৫

‖ ‖ ।। ।। ।। ‖ ।।
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
।। ।। ।। । । । ।
তবু তুমি মধুবিলাসিনী!
‖ ।। ‖ ।। ।। । । । । । ।
শ্যাম মম প্রাণ স্বামী— শ্যামে হারায়েছি আমি,
। ‖ । । । ।। ‖ । । ।।
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী?[২৩]

। । । । । । । । । । । । । । । ।
৬. না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি
‖ ।। ।।
তাই তুমি বল?
।। । । । । । । । । । । । । । ।
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিনি, তুমি সতত,
। । । । । ‖ । । ‖ । ‖
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল?
।। । । ‖ ।। ।। । । । ।
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
। । । । ।। ।। । ‖ । । ।
কাঁদ, কাঁদে; হাস, হাসে, মাধব-রমণি![২৪]

। ‖ । । । । ।। । । । ।
৭. কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
। ‖ । ।।
হে সুর-সুন্দরি!
। ‖ । । । । । । । ‖ । ।
কুমুদ মুদয়ে আঁখি, কিন্তু সুখে গায় পাখী,
। । । । । । । । ‖ । । ।
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী;
। । । । । । । । । । । । । ‖ । । ।
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
। । । ‖ । । । । । । । । । ।
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি![২৫]

। । । । ‖ । । । । । । ।
৮. কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি

---

২৩ ঐ, ৫ পৃথিবী: ৫, ঐ, পৃ ৩৭৭
২৪ ঐ, ৬ প্রতিধ্বনি: ১, ঐ, পৃ ৩৮০
২৫ ঐ, ৭ উষা: ১, ঐ, পৃ ৩৮০

ভরিয়া ডালা ?

মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী

তারার মালা ?

আর কি যতনে, কুসুম রতনে

ব্রজের বালা ?[২৬]

৯. শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—

মলয় পবন !

বিহঙ্গিনীগণ তথা গাহে বিদ্যাধরী যথা,

সঙ্গীত সুধায় পূরে নন্দন কানন ;

কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,

সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন ! [২৭]

১০. কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,

মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ বনে ?

নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি

দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে ?—

এ আগুনে কেনে আহুতি দান ?

অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ ?[২৮]

---

২৬ ঐ, ৮ কুসুম : ১, ঐ, পৃ ৩৮২

২৭ ঐ, ৯ মলয়মারুত : ১, ঐ, পৃ ৩৮৪

২৮ ঐ, ১০ বংশীধ্বনি : ১, ঐ, পৃ ৩৮৬

১১.
যাও চলি, বায়ু-কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চস্বর　　বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী !
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন ![২৯]

১২.
হে ধীর ! শরমহীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে ?
ডুবি আমি কুলবালা অকূল পাথারে,
কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী,　　লজ্জা তার শিরোমণি—
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে।
মধু কহে, লাজে নাহি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসূদনে ![৩০]

১৩.
নিজে যে দুঃখিনী,　　পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে ;—
আজিও পাখীর মনঃ,　　বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে !

---

২৯ ঐ, ১১ গোধূলি : ৭, ঐ, পৃ ৩৯০
৩০ ঐ, ১২ গোবর্দ্ধন গিরি : ৬, ঐ, পৃ ৩৯২

। ।। । ‖ । । । ‖ । ‖
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
। ।। । ‖ । । । । । ‖
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন! ৩১

‖ । । ‖ । । । । । । । । । । ।
১৪. এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
।। ‖ ।। ‖ । । । ‖ । । ।
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে!
। । । ‖ । । । । । । । । । । ।
বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতূহলে
। । ‖ ।।
এ উজ্জ্বল মণি,
। । । । । । ।। । । । । । । । ।
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া—
‖ । । । । । । । । । । ।
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী? ৩২

। । । । । । । । । । । ।
১৫. যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী
। । । ‖
হে নিকুঞ্জবন,
। । ।। । । । । । । । । । ।
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
। । । । ‖ । । । ‖ । ‖
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন!
। । । ‖ ।। । । । ‖ ।।
সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
।। ‖ ।। ।। ।। । । । ।
কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,
। । । । । । । ‖ । । । । ‖
হেরিতে মুরলীধর— রূপে যিনি শশধর—
। । । । । । ।। । ‖ । । ।
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
।। । । ‖ । । ‖ ।। ‖ । ‖ । ‖
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন! ৩৩

---

৩১ ঐ, ১৩ সারিকা : ২, ঐ, পৃ ৩৯৩
৩২ ঐ, ১৪ কৃষ্ণচূড়া : ১, ঐ, পৃ ৩৯৫
৩৩ ঐ, ১৫ নিকুঞ্জ বনে : ১, ঐ, পৃ ৩৯৬

১৬. কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন!
সহসা হইনু কালা; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন!
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন? ৩৪

১৭. ভ্রমর গুঞ্জরে যথা; গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে;
মরমরে পাতাদল; মৃদুরবে বহে জল
মলয় হিল্লোলে;—
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে,—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে? ৩৫

১৮. সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,

৩৪ ঐ, ১৬ সখী: ৭, ঐ, পৃ ৪০০
৩৫ ঐ, ১৭ বসন্তে: ৫, ঐ, পৃ ৪০২

‖ । ।।
চল লো বনে!
‖ । ।।। । । ।। ।।।।।
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে!৩৬

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে এভাবে কবি ১৮ ধরনের স্তবকগুচ্ছ রচনা করে সমিল কবিতায় বৈচিত্র্য সৃষ্টির নিরীক্ষা করেছেন।

বাংলা সনেট প্রবর্তন

বাংলা ভাষা ও ছন্দে মধুসূদনের সতত নিরীক্ষামুখীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কৃতিত্ব 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী,' বাংলা সনেট প্রবর্তন ও সার্থক সনেট রচনার স্বাক্ষরবাহী।

কবিচিত্তে বাংলা সনেট রচনার বাসনা প্রথম জাগ্রত হয় সম্ভবতঃ ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে। এ বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এক পত্রে কবি লেখেন :

… I want to introduce the sonnet into our language and some morning ago, made the following :

কবি-মাতৃ-ভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কতকাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্ট দেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজগৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে?

What say you to this my good friend ! In my humble opinion, if cultivated by men of genious, our sonnet in time would rival the Italian"৩৭

উদ্ধৃত কবিতাটি পুনর্লিখিত হয়ে 'বঙ্গভাষা' নামে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে মুদ্রিত হয় :

---

৩৬ ঐ, ১৮ বসন্তে : ১, ঐ, পৃ ৪০৩

৩৭ পত্র ৪৭, 'মধুসূদন-নাট্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৮০৭

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবলে ; ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ।। ৩৮

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে বাংলা সনেট রচনার বাসনা প্রকাশিত হলেও বাংলায় সনেট রচনায় কবি নিমগ্ন হন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে অবস্থানকালে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে। ভার্সাই থেকে এ বছরের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের এক পত্রে গৌরদাস বসাককে কবি লেখেন :

You again date your letter from "Bagirhat". Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river ? I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some "sonnets" after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ। I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet "চতুর্দ্দশ-পদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third ; I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegant* compliment paid to him. There's variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up ৩৯

মধুসূদন প্রকৃতপক্ষে 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'জয়দেব' 'সায়ংকাল' ও 'কবতক্ষ নদ' এই চারটি কবিতা পাঠান। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ওর মধ্যে 'জয়দেব' ও 'সায়ংকাল' অধিকতর পছন্দ করেন এবং এ সম্পর্কে গৌরদাস বসাককে লেখেন :

I have perused the four sonnets with attention and I should think they are fully worthy of our poet's pen. Of the four I give greater preference to two. I mean the one addressed to Jaidev and the other describing Evening. The ideas of the latter tho' perhaps not quite original are wholly new in the Bengalee and his adaptations are so peculiarly happy that they almost deserve the credit of originality. Our poet takes nothing but what he is sure to imp-

৩৮ 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী : ৩, 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৪৯০-৯১

৩৯ 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৬৭ উদ্ধৃত

rove, and ideas and sentiments however foreign assume a natural grace and beauty when they pass thro' his crucible. The third sonnet is full of tender feelings but I think it has not the simplicity and ease which characterize the other two. As desired I have handed over all the four sonnets together with Michael's letter to our friend Rajender and I dare say he will be glad to give them a place in his Periodical. ৪০

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় 'কবতক্ষ নদ' ও 'সায়ংকাল'। কবিতা দুটির ভূমিকারূপে রাজেন্দ্রলাল লেখেন :

" চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

নিম্নস্থ চতুর্দ্দশপদী কবিতাদ্বয় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তকর্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শর্ম্মিষ্ঠা তিলোত্তমা মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে। তাঁহাকর্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও তিনি এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্ত্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশু নহে।" ৪১

চতুর্দশপদী কবিতাবলী গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে (১লা আগস্ট)। যে কারণেই হোক এই 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে কবিচিত্তের দেশমুখী ব্যাকুলতা ও আন্তরিক আবেগ ধ্বনিত হয়েছে। ৪২ নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় সনেটের ঋজু বন্ধনের মধ্যে কবি স্মরণ করেছেন তাঁর জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের কথা :

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্র ধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!
আর কি হে হবে দেখা?—যতদিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে! ৪৩

---

৪০ নগেন্দ্রনাথ, পৃ ২৭৭ উদ্ধৃত

৪১ "রহস্য সন্দর্ভ", ১২৯১ সংবৎ, ২ পর্ব্ব, ২১ খণ্ড, পৃ ১৩৬; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পঞ্চম মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩৬২, পৃ ॥/০। উদ্ধৃত।

৪২ মধুসূদনের সনেট সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : জগদীশ ভট্টাচার্য 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ', কলিকাতা, ১৩৬৪

৪৩ 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' : ৩৪, 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পৃ ৫১১-১২

সনেট রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন পেত্রার্কার রীতি প্রধানতঃ অনুসরণ করতে অভিলাষী ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি যে স্বাধীনতা গ্রহণ করেননি তা নয়। সনেট রচনায় তাঁর কৃতিত্ব যে অনন্যসাধারণ এতে কোন সন্দেহ নেই।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র মিলবিন্যাস

১ উপক্রম (১)	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ্ চ ছ্ চ ছ্
২ উপক্রম (২)	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ্ চ ছ্ চ ছ্
৩ বঙ্গভাষা	।।	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ্ ছ্ চ জ্ জ্
৪ কমলে কামিনী	।।	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ্ জ্ চ ছ্ জ্
৫ অন্নপূর্ণার ঝাঁপি	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ্ চ ছ্ চ ছ্(জ?)

['ছ্' মিল চঞ্চল, মঙ্গল, মণ্ডল। ১৪ চরণে 'মণ্ডলে' পাঠ আছে।]

৬ কাশীরাম দাস	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ্ চ ছ্ জ জ
৭ কৃত্তিবাস	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ্ জ্ চ ছ্ জ্
৮ জয়দেব	।।	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ্ ছ্ চ জ্ জ্
৯ কালিদাস	।।	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ্ চ ছ্ চ ছ্
১০ মেঘদূত (১)	।।	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ্ ছ্ চ ছ্ চ
১১ মেঘদূত (২)	।।	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ্ চ ছ্ চ চ
১২ "বউ কথা ক	।।	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ্ চ ছ্ চ ছ্
১৩ পরিচয় (১)	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ্ চ ছ্ চ ছ্
১৪ পরিচয় (২)	।।	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ্ চ ছ্ চ ছ্
১৫ যশের মন্দির	।।	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ্ ছ্ চ ছ্ চ
১৬ কবি	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ্ চ ছ্ চ ছ্
১৭ দেব-দোল	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ্ চ ছ্ চ ছ্
১৮ শ্রী পঞ্চমী	।।	ক খ খ ক	খ ক ক খ	চ ছ্ চ ছ্ চ ছ্

১৯ কবিতা	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২০ আশ্বিন মাস	॥	ক খ খ ক	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
২১ সায়ংকাল	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২২ সায়ংকালের তারা	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২৩ নিশা	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২৪ নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২৫ ছায়াপথ	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২৬ কুসুমে কীট	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
২৭ বটবৃক্ষ	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২৮ সৃষ্টি কর্ত্তা	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২৯ সূর্য্য	॥	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ

['খ' মিল=মনি, ধনি, গণি এবং ৮ম চরণে মেদিনী।]

৩০ সীতাদেবী	॥	ক খ খ ক	ক খ ক(গ?)খ	চ ছ চ ছ চ ছ

['ক' মিল=কথা, যথা। ৫ম চরণে 'বৃথা' দুর্বল মিল। ৭ম চরণে 'মহারথী' অমিল।]

৩১ মহাভারত	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৩২ নন্দন-কানন	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৩৩ সরস্বতী	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৩৪ কপোতাক্ষ নদ	॥	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৩৫ ঈশ্বরী পাটনী	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৩৬ বসন্তে একটি পাখীর প্রতি	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৩৭ প্রাণ	॥	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৩৮ কল্পনা	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ

৩৯ রাশি-চক্র	।।	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৪০ সুভদ্রা-হরণ	।।	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৪১ মধুকর	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৪২ নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৩ ভরসেল্‌স নগরে রাজপুরী ও উদ্যান	।।	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৪ কিরাত আর্জুনিয়ম্‌	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৫ পরলোক	।।	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৬ বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে	।।	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৭ শ্মশান	।।	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৮ করুণ-রস	।।	ক খ খ ক	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৪৯ সীতা-বনবাসে (১)	।।	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৫০ সীতা-বনবাসে (২)	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫১ বিজয়া-দশমী	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫২ কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৩ বীর-রস	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৪ গদা-যুদ্ধ	।।	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৫ গোগৃহ-রণে	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৬ কুরুক্ষেত্রে	।।	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৭ শৃঙ্গার-রস (১)	।।	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৮ শৃঙ্গার-রস (২)	।।	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৫৯ সুভদ্রা	।।	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬০ উর্ব্বশী	।।	ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ

৬১ রৌদ্র-রস	।। ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬২ দুঃশাসন	।। ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৩ হিড়িম্বা (১)	।। ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৪ হিড়িম্বা (২)	।। ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৫ উদ্যানে পুষ্করিণী	।। ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৬ নূতন বৎসর	।। ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৭ কেউটিয়া সাপ	।। ক খ ক খ	খ ক ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৮ শ্যামা-পক্ষী	।। ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৬৯ দ্বেষ (১)	।। ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৭০ দ্বেষ (২)	।। ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৭১ যশঃ	।। ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৭২ ভাষা	।। ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৩ সাংসারিক জ্ঞান	।। ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৪ পুরুরবা	।। ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৫ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	।। ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৬ শনি	।। ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৭ সাগরে তরী	।। ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৮ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	।। ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৭৯ শিশুপাল	।। ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ ছ চ ছ ০

[১৪ সংখ্যক চরণ নেই।]

৮০ তারা	।। ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৮১ অর্থ	।। ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৮২ কবিগুরু দান্তে	।। ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ

৮৩ পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্‌ডষ্টুকর	॥	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৮৪ কবিবর আলফ্রেড টেনিসন	॥	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৮৫ কবিবর ভিক্‌তর হ্যুগো	॥	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৮৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৮৭ সংস্কৃত	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ

['ছ' মিল=হরষে, রসে, সরসে। ১৪ চরণে মুদ্রিত পাঠ 'সরস'।]

৮৮ রামায়ণ	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৮৯ হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৯০ ভারত-ভূমি	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৯১ পৃথিবী	॥	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৯২ আমরা	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৯৩ শকুন্তলা	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৯৪ বাল্মীকি	॥	ক খ খ ক	ক ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ

['ক' মিল=কাননে, রণে, কারণে, বচনে, গরজনে। দ্বিতীয় স্তবকে ৩টি 'ক' মিল।]

৯৫ শ্রীমন্তের টোপর	॥	ক খ খ ক	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৯৬ কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া	॥	ক খ খ ক	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৯৭ মিত্রাক্ষর	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৯৮ ব্রজ-বৃত্তান্ত	॥	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৯৯ ভূতকাল (১)	॥	ক খ ক খ	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
১০০ ভূতকাল (২)	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
১০১ আশা	॥	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
১০২ সমাপ্তে	॥	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ

'বিবিধ কাব্য' অন্তর্গত পাঁচটি সনেটের মিল বিন্যাস

১ ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে	।।	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
২ পুরুলিয়া	।।	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ জ জ
৩ পরেশনাথ গিরি	।।	ক খ ক খ	ক খ খ ক	চ ছ চ ছ চ ছ
৪ পঞ্চকোট গিরি	।।	ক খ ক খ	ক খ ক খ	চ ছ চ ছ চ ছ
৫ পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী	।।	ক খ খ ক	খ ক খ ক	চ ছ ছ চ ছ চ

১৮৪২ থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত মধুসূদন ইংরেজীতে সনেট রচনা করেন। মধুসূদনের ইংরেজী সনেট সমূহের মিলবিন্যাস নিম্নরূপ :

28.	SONNET TO FUTURITY (1)		a b b a	c d d c	e f e g e g
29.	SONNET TO FUTURITY (2)	..	a b a b	b b a b	e f e f g g
30.	ON THE OCHTERLONY MONUMENT		a b b a	c d d c	e f g g f e
32.	COMPOSED DURING A MORNING WALK (1)		a b a b	c d c d	e f e f g g
33.	COMPOSED DURING A MORNING WALK (2)		a b b a	c d d c	e f e f e f
34.	TO A STAR DURING A CLOUDY NIGHT		a b b a	c d c d	e f e f g g
35.	COMPOSED DURING AN EVENING WALK		a b a b	c d c d	e f f e c f
37.	AFTER A SHOWER IN THE EVENING (2)	..	a b b a	a b b a	e f e f e f
38.	AFTER A SHOWER IN THE EVENING (3)	..	a b b a	c d c d	e f e f g g
39.	DO (5)		a b b a	a c a c	e f e g f g
40.	DO (6)	(I)	a b b a	a b b a	e f e f e f
		(II)	a b b a	a b a b	e f e f e f
41.	DO (7)	..	a b a b	c d d c	e f e f g g

43. NIGHT	(I)	a b a b	c d d c	e f e f g g
	(II)	a b a b	c d c d	e f e f g g
	(III)	a b a b	c d c d	e f f e g g
51. COMEST THOU AS ONE IN BEAUTY'S RAY (2)	..	a b a b	b a a b	e f g e f g
52. DO (3)		a b a b	a b b a	e f g f e g
INTRODUCTORY SONNET (VISIONS OF THE PAST)		a b b a	a b a b	e f e f g g

'বিবিধ কাব্যে'র অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত ১০টি কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অসমমাত্রার সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত রচনা করেছেন। উদ্ধৃতিসমূহে লক্ষ্য করা যাবে যে, কবি ১০, ৮ ও ৬ মাত্রার চরণ ব্যবহার করেছেন। মধুসূদনের এই নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের ছন্দ-নিরীক্ষার পূর্বসূত্র বলা যেতে পারে।

১.	ময়ূর কহিল কাঁদি | গৌরীর চরণে,	৮+৬
	কৈলাস-ভবনে ;—	৬
	"অবধান কর দেবি,	৮
	আমি ভৃত্য নিত্য সেবি	
	প্রিয়োত্তম সুতে তব | এ পৃষ্ঠ-আসনে।	৮+৬
	রথী যথা দ্রুত রথে,	৮
	চলেন পবন পথে	৮
	দাসের এ পিঠে চড়ি | সেনানী সুমতি ;	৮+৬
	তবু, মাগো, আমি দুখী অতি!" [৪৪]	৪+৬=১০
২.	একটি সন্দেশ চুরি করি,	১০
	উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি,	১০

৪৪ বিবিধ : ময়ূর ও গৌরী, ঐ, পৃ ৫৮০

‖ ‖ । । ।	
কাক, হৃষ্ট-মনে ;	৬
। । ‖ ‖ । ।	
সুখাদ্যের বাস পেয়ে	৮
। । । । । । । ।	
আইল শৃগালী ধেয়ে,	৮
। । । । । । । ‖ । ‖ । । ।	
দেখি কাকে কহে দুষ্টা। মধুর বচনে ;—	৮+৬
। । ‖ ‖ । । । ।	
"অপরূপ রূপ তব, মরি !	১০
। । । । । ‖ । । ।	
তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহরি,—	৪+৬=১০
। । ‖ । । । । । । । ।	
গোপিনীর মনোবাঞ্ছা ?—কহ গুণমণি !" ৪৫	৮+৬
। । ‖ ‖ । । । ‖ । ‖	
৩. কালাগ্নির মত তপ্ত । তপন তাপন,—	৮+৬
। । । । । ‖ । ‖	
আমি কি লো ডরাই কখন ?	৪+৬=১০
। । । । । । । ।	
দূরে রাখি গাভী-দলে,	৮
। ‖ । ‖ । ।	
রাখাল আমার তলে	৮
। ‖ । । । । । ‖	
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—	১০
। । । । ‖ ‖ । । । ‖	
শুন, ধনি, রাজ-কাজ । দরিদ্র পালন !	৮+৬
। ‖ । ‖ । । । । । ‖	
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে । পথ-গামী জন।	৮+৬
। । । । । ‖	
কেহ অন্ন রাঁধি খায়	৮
। । । । । ‖	
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়	৮
। ‖ । । ।	
এ রাজ চরণে।	৬
। । । । ‖ । ।	
শীতলিয়া মোর ডরে	৮

৪৫ ঐ, কাক ও শৃগালী, ঐ, পৃ ৫৮২

। । । । । । । ।
সদা আসি সেবা করে ৮

॥ । । ॥ । । । । । ॥
মোর অতিথির হেথা | আপনি পরমা।[৪৬] ৮+৬

। । । । ॥ ॥ । । । । । ।
৪. বঙ্গ এ দেশের নাম | বিখ্যাত জগতে ৮+৬

। । ॥ । । । ।
ভারতের প্রিয় মেয়ে ৮

। ॥ । ॥ । ।
মা নাই তাহার চেয়ে ৮

। । । । । । । । । । । । । ।
নিত্য অলঙ্কৃত হীরা | মুক্তা মরকতে। ৮+৬

। । । । । । । ।
সস্নেহে জাহ্নবী তারে ৮

। । ॥ । । । । ।
মেখলেন চারিধারে ৮

। ॥ । ॥ । । । ।
বরুণ ধোয়েন পা দু'খানি। ১০

। । । । ॥ । ।
নিত্য রক্ষকের বেশে ৮

। । । । ॥ । ।
হিমাদ্রি উত্তর দেশে ৮

। ॥ ॥ । । ।
পরেশনাথ আপনি ৮

। । ॥ । । । ।
শিরে তার শিরোমণি ৮

॥ ॥ । । । । ॥ । । । ।
সেই এই বঙ্গভূমি | শুন লো ইন্দ্রাণী![৪৭] ৮+৬

। । । । । ।
৫. গদা সদা নামে ৬

। । ॥ । ।
কোন এক গ্রামে ৬

। । ॥ ॥
ছিল দুই জন। ৬

॥ । । । । । । । ।
দূর দেশে যাইতে হইল; ১০

৪৬ ঐ, রসাল ও স্বর্ণলতিকা, ঐ, পৃ ৫৮৩-৮৪
৪৭ ঐ, দেবদৃষ্টি, ঐ, পৃ ৫৯০

			দুজনে	চলিল।	৬
ভয়ানক	পথ—পাশে	পশু	ফণী	বন,	৮+৬
ভল্লুক	শার্দ্দুল	তাহে	গর্জ্জে	অনুক্ষণ।	৬+৮
		কালসর্প	যেমতি	বিবরে,	১০
তস্কর	লুকায়ে	থাকে	গিরির	গহ্বরে ;	৮+৬
		পথিকের	অর্থ	অপহরে,	১০
		কখন	বা	প্রাণনাশ করে। ৪৮	১০

৬.	খুঁটিতে	খুঁটিতে	ক্ষুদ	কুক্কুট পাইল	৮+৬
			একটি	রতন :—	৬
		বণিকে	সে	ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল,—	১০
"ঠোঁটের	বলে	না	টুটে	এ বস্তু কেমন ?"	৮+৬
			বণিক্	কহিল, "ভাই,	৮
এ হেন	অমূল্য	রত্ন,	বুঝি,	দুটি নাই!"	৮+৬
হাসিল	কুক্কুট	শুনি ;	—"তণ্ডুলের	কণা	৮+৬
বহুমূল্যতর	ভাবি ;	—কি	আছে	তুলনা ?"	৮+৬
"নহে	দোষ	তোর,	মূঢ়,	দৈব এ ছলনা,	৮+৬
			জ্ঞান-শূন্য	করিল গোঁসাই!"	১০
			এই	কয়ে বণিক ফিরিল।	১০

৪৮ ঐ, গদ্য ও সদ্য, ঐ, পৃ ৫৯১

মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য | কভু কি সে জানে? ৮+৬
নর-কুলে পশু বলি | লোকে তারে মানে;— ৮+৬
এই উপদেশ কবি | দিল এই ভাবে। [৪৯] ৮+৬

৭. উদয়-অচলে, ৬
দিবা-মুখে এক-চক্রে | দিলা দরশন, ৮+৬
অংশু-মালা গলে, ৬
বিতরি স্বুবর্ণ-রশ্মি | চৌদিকে তপন। ৮+৬
ফুটিল কমল জলে ৮
সূর্য্যমুখী সুখে স্থলে, ৮
কোকিল গাইল কলে, ৮
আমোদি কানন। ৬
জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যাজি | বিশ্ববাসী জন; [৫০] ৮+৬

৮. অপরে নির্ভর যার, | অতি সে পামর! ৮+৬
বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি, ১০
সাগরের নীল পায়ে পড়ি, ১০
আনিয়াছি বারি;— ৬
ধরার এ ধার ধারি ৮
এই বারি পান করি, ৮

---

৪৯ ঐ, কুক্কুট ও মণি, ঐ, পৃ ৫৯৪৯৫

৫০ ঐ, সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি, ঐ, পৃ ৫৯৫

। । । ।।	
মেদিনী সুন্দরী	৬
॥ ।। । ।।।	
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে	৮
।। ।।। ।।।।	
বৃক্ষ-লতা-শস্যচয়ে	৮
।। ।। ॥ ॥	
শিশু যথা বল পায়,	৮
। ।।। ।।। ॥	
সে রসে তাহারা খায়,	৮
।। ॥ ॥ ।। । । ।। ॥	
অপরূপ রূপ-সুধা | বাড়ে নিরন্তর ;	৮+৬
।।। ।॥ ।। ।। ।। ॥	
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর ![৫১]	৮+৬
৯. । ॥ ।॥ ।। ।। ।।।।	
"অধিক-বয়স-ভরে | হয়ে হীন-গতি,	৮+৬
।। ।। ।।	
সিংহ কৃশ অতি।	৬
।।॥ ॥ ।।	
জনরব-রূপ-স্রোতে,	৮
।।। ।।। ।।	
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,	৮
॥ ।। ।।॥ ।। ॥ ।।	
এই কথা ;—"মৃগরাজ | মগ্ন রাজকাজে ;	৮+৬
।।। ॥ ।। ।। ।।	
প্রজাবর্গ, রাজপুরে | পূজ কুল-রাজে[৫২]	৮+৬
১০. ।। ॥ । ॥ ।।।	
মেঘনাদ মেঘের পিছনে,	১০
।।। ।।। ।। ।।	
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে ;	১০
।। ।। ।।। । ।	
কেহ তারে মারিতে না পায়,	১০
।। ॥ ।। ।। ।। ।। ॥	
ভয়ঙ্কর স্বপ্ন সম | আসে, —এসে যায়,	৮+৬

৫১ ঐ, মেঘ ও চাতক, ঐ, পৃ ৫৯৮

৫২ ঐ, পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু, ঐ, পৃ ৬০০

। । ‖　। ‖　। ‖
জর-জরি শ্রীরামের | কটক লঙ্কায়　৮+৬

।।　। ।　।।　। ।
কভু নাকে, কভু কানে,　৮

। ‖ ।।।　। ।
ত্রিশূল-সদৃশ হানে　৮

‖　।।　‖
হুল, মশা বীর।　৬

।　।।　। ।　। ।
না হেরি অরিরে হরি,　৮

। ।।　‖　। ।
মুহুর্মুহু নাদ করি　৮

।। ।　। ‖
হইলা অধীর।　৬

‖　। ।　। ‖　। ।।
হায়! ক্রোধে হৃদয় ফাটিল ;—　১০

।। ‖　। । ‖　। । ।　। । ।
গত-জীব মৃগরাজ | ভূতলে পড়িল!　৮+৬

। । ।　। । ।　‖　। । । ।　। ।
ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক | অবহেলে যারে,　৮+৬

। । । ।　। । ।　। । । । ।　। ।
বহুবিধ সঙ্কটে সে | ফেলাইতে পারে ;—　৮+৬

‖　। । ‖　। ।　। ।　। । ।
এই উপদেশ কবি | দিলা অলঙ্কারে।[৫৩]　৮+৬

৫৩ ঐ, সিংহ ও মশক, ঐ, পৃ ৬০১-২